বৌদ্ধ লেখমালা ও অন্যান্য শ্রমণ

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সেসব দূরের লেখা বা জোয়াকিম মণ্ডলের কবিতা

২৯

সেই রাস্তার কথা লিখব, পরিশ্রমী লোকটার সামনে সকালের মুখে ছিটনো প্রথম জল, তারপর শুরু হয়ে যাওয়া লাগাম ও না-নশ্বরতা। অন্য কিছু লেখা নেই। আর একটা ধৈর্য। নাকি একাধিক ? মাথা উঁচু করে জমিয়ে রাখি তাদের, অব্যবহৃত আনাজের স্তব্ধতায়

৩০

পুরনো অভ্যেস বলতে তো হিন্দি ছবি। শিবরাত্রি। সুড়ঙ্গ বা ছায়ারাস্তা যেখানে মুক্ত - ভাড়া করা রঙিন দৃশ্যে অনিল কাপুর, ঠোঁটের পাশে মাধুরী, দীক্ষিতের মুখ টেনে নিচ্ছেন শিব, শৈব, লিঙ্গ, দুধ, সাদা জল ট্র অনুভূতি এসব দিনে আসলে একটা খুব পুরনো পত্রিকা, ভিতরে ছোটবেলার পাউডারের বিজ্ঞাপন, ল্যাভেন্ডার রং, মায়ের গ্রীষ্মবিকেল সাড়ে পাঁচটা, রেডিওয় অনুপ ঘোষাল

৩১

সহজ হোক বিকেলের বার্নট সায়ানা। আলো, তীক্ষ্ণতা, চাতুর্য থেকে দূরে যাবো। সাঙ্গীতিক আশ্রম বা ধ্বনি চ্যুত ইশকুল থেকে সরেই থেকেছি, কেউ গেছে ব্ল্যাকবোর্ডে স্যারের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের সাফল্যে, আর কেউ বেনচের গায়ে ব্লেড দিয়ে লিখে রেখেছে ষোড়শ মহাজনপদের নাম, গাঢ় খয়েরির পেটে রোদ, দেখো কমন পড়বেই !

৩২

দরবেশ স্মৃতিকে কবর লিখেছেন। পীর, সত্যসাঁই, শিন্নি, কুলি বস্তির বিহারি আয়েশা জুলকা, তুঝে না দেখুঁ তো চ্যান মুঝে আতা নেহি, নাদিম-শ্রাবণ আসলে একটা প্রুশিয়ান নীল সাইকেল, কোবাল্ট সন্ধের পেটে ক্রমাগত বিঁধে থাকছে, আয়েশা জুলকা চাঁদমারি

৩৩

খোদাই, পাথর, ছুরি দিয়ে কাঠের গায়ে নাম, অঙ্ক পিরিয়ডের একঘেয়েমি থেকে সামনের বেসিনে জলকে গিয়ে হঠাৎ নীচে টিউবকলের দিকে, পাশে ইউক্যালিপটাস, গিলে করা প্যাবির ইতিহাস স্যারের পাঠ আমরা আর নিতে পারিনা, ব্যাগি প্যান্টের ক্লাস নাইনের গায়ে শুধু জুহি চাওলার

পালক, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। আগস্ট বাসা ঢুঁড়ছে ইউক্যালিপটাসের গায়ে, একটানা স্টিল গ্রে জলরং ভিজে ক্যানভাসে দ্বিতীয় কোটে মেঘ। নন্দলাল, এশীয় উপাচার

৩৪

আসলে সময় বলে কিছু হয় না একটা পাথররের চারপাশে অনেকদিন ঘোরা হয়ে গেলে আমরা দাঁড়াই, শব্দহীন দিকে, আঁকড়ে ধরি, সামান্য থমকাই হয়ত, কিন্তু সবটা দিই না, কম আলোয় চুল বাঁধার মাংসল তরঙ্গে মজে আরও কিছুদিন গেলে টের পাই সঙ্গ। এই উপত্যকায় সন্ধে মানে অপেক্ষা, তুষারহীন দিন একটা হলুদ কাগজ তুলে ওশকায় লেখার জন্য

৩৫

লেখা কেন নির্দিষ্ট দিকে রাস্তা খঁড়ছে ? বড় বিদেশী কাঠবিড়ালিদের সামনে এপ্রিল একটা মস্ত চ্যালে শীতে নষ্ট হয়ে যাওয়া ফল আর ফুলের ভারে মজে থাকা মানুষ, এদের ভিতর দিয়ে কাঙ্খিত খাবারগু ভাষায় তেমন কিছু করাই কি এই খননের কাজ ?

৩৬

মাংসল স্থবিরতা নয়, বরং ফলের বাজার বরাবর মেয়েলি চলার কথা ভাবি। শনিবারের শেষ মেট্রো চলে গেলে ডিস্কোথেক/আশ্রয়/ এইসব বিকল্পের মধ্যে আমি পুরনো পাড়াকে বাছি। রাস্তার যেদিকে পা ফেলা সেটা কিছুতেই বাড়িতে ফেরেনা। ভাষার অস্থায়ী পাত্রে কয়েকটা ছোট ঘর। গাড়ি না-চলার রাস্তা, অ্যাসফল্টের বদলে বসানো পাথর। যে রাস্তা জাদুঘর থেকে উল্টোদিকে আমাদের, নীচু গানের লোকেদের, শুধু টেনে নেয় ভিডিও পার্লারে। ছবি,গান, বেঁকা এই অক্ষর, সবকিছু দেশের দিকে, দেশ কি ? পুরনো কয়েকটা গান ? শুনতে শুনতে চোখে আলতো জল ? আমাদের এই মাথাগোনা বাস্তবতায় কোনও টান পড়েনা এতে ?
কে গোনে আমাদের ? গাঢ় চকলেট দরজার সামনে ভিজে ভাব, বাষ্প ও কফিন। প্রতিটা দরোজা থেকে ঠিকরে এসেছে আলাদা পথ, জলিয়তা আমাদের ঘিরে টিঁকে থাকে।

এই যে একবার বেরিয়ে পড়া গেল এরই হাত ধরে এল বৌদ্ধ দর্শন। বৌদ্ধ ধর্ম নয়। তার ২৫০০ বছরে মিশে থাকা নানা লোকশ্রুতি ও আচার নয় তার তাত্ত্বিক দার্শনিকতা। মূল জায়গা হল একজন নিরিশ্বরবাদী মানুষের বেঁচে থাকার অনুষঙ্গ। কিন্তু কখনই উপাসনা বা প্রার্থনা নয়। বরং দার্শনিক লড়াই। শুরু হয় দেখা দিয়ে, চলমানতা বা প্রবাহ দিয়ে। বৌদ্ধ দর্শনে বেদ বিরোধিতা করার জন্য শ্রুতি নয় (যেহেতু বেদ শ্রুতি নির্ভর। তাকে লিখিত রূপ দেন বেদব্যাস।) দেখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। জোয়াকিম মণ্ডলকে দিয়ে প্রবাহ ও দেখা শুরু তা সব্যসাচী সান্যালের সঙ্গে দীর্ঘ ট্যাক্সি যাত্রার সময়ে হয়ে ওঠে একটি শব্দের নির্মাণ (প্রতিশ্রুতি> প্রতি শ্রুতি> Anti hearing > বা বৌদ্ধ দর্শনের ভিত Anti Holy writ) । এই লেখায় অছে একজন ২১ শতকের মানুষের কথোপকথন এক ২৫০০ বছরের পুরনো দর্শনের সঙ্গে। আধুনিকতা এই কথা একবার চালিয়েছিল ওক্তাবিও পাস এর মারফত। তাঁর Ladera este বা 'পুব দিকের ঢল' নামক কবিতার বইটিতে আছে সে সাক্ষ্য। এই কবিতা তীব্রভাবে পরিবিষয়ী কারণ এখানেও কাজ করেছে বেড়াচেতনা ভাঙার এক প্রয়াস। শুধু জৈবিক কারণে ভৌগলিক বেড়া নয় চেতনার তথা পরীক্ষা কবিতার ভারতীয়তা এড়িয়ে চলার মানসিক বেড়া ভাঙাও এর কাজ।

বৌদ্ধ লেখমালা

১

চোখ সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে ভিতরে উন্মুক্ত হই
ছায়া প্রত্যঙ্গের আলোয়
ভাঁজ হয়ে পড়ে থাকা পাথর

এইসব না-গ্রীষ্ম সন্ধের ঘোরে
আমাকে স্পর্শ কর রোজ
পলি কোমলতা

চোখহীনতার জ্ঞানে পরস্পরের শরীর
জড়িয়ে ওঠে ঘনসন্নিবদ্ধতায়
প্রতিদিন, প্রস্তরলিখিত

২

লড়াই সমস্ত না উজানের বিরুদ্ধে। অথচ হাত ছোঁয়ানোর আগে পুড়ে গেলো যে বাতাস তার হিসেব রাখবো না। চেয়ারে আঙুল দিয়ে তুলে নিই অস্তিত্ব রং। চামড়ায় তো অনুভূতি আলাদা হবেই ! শুধুই ধরণ, স্নায়ব গ্রাহক থেকে দর্শন, কেউই স্পর্শকে তফাৎ করেনা।

৩

স্পর্শ কোথায় যায় ? ভিক্ষু খাতায় লেখেন দিন। আরেকটু ওপরে উঠলে ক্ষণ, পল, দণ্ড। ফেলে

আসা। পিছনে ফিরে মধু আনবার ফাঁকে যদি বিষ আসে ? দূর থেকে দেখা। সামনে ও পিছনে। এগোলে স্পষ্ট একটা আবরণ। রং বোঝা যায় না। শুধু মাঝখানে চৌকো সাদা খোপ। একটানা দৃষ্টির ভিতরে লিখি সাদা আরও সাদা হোক মগ্নতা। প্রতিটা অক্ষরে।

৪

অক্ষর পাথর। লেখা, লেখমালা কী ? কুঁদে, কেটে ভরিয়ে রাখার যে চেষ্টা তাকেই কি বিরোধিতা বলে ? ভিক্ষু বেরিয়ে এলে আলতো স্পর্শে ধ্যান। পাশে শিশু। জলজ পতঙ্গ সমেত ছোট জলাশয়। পতঙ্গের সামনে আমার অবয়ব কি একটা পাতা ? সন্ধিপদের সামনে যে বিশালতা তা তারই পুঞ্জচোখে টুকরো আমি। স্পর্শ ওই দেখার গায়ে রং না চড়িয়ে লিখি

৫

থেমে থাকার সামনে স্তম্ভন নয়, ভিতরে বাসা করেছে মুহূর্ত। কোলাহল তো কবেই বারণ হয়েছে তবু শুরু করা গেলো না কেন ? এবার লিরিকের গায়ে বালি ও সমুদ্রসবুজ লাগাই, মিথ্যের বাতাস ঝেড়ে প্রতিটা ভাঙা অণ্বয়ে জোড় দিই ক্ষণসময়ের। পাথরে কখনোই পুরনো নদী সম্পূর্ণ থাকে না !

৬

বাঁকগুলোর বাইরে মাথায় ১টা
সম্পূর্ণ নতুন মহাদেশ বা স্পেশশিপ না
বরং নতুন আকারের একটা পাখি
পালিয়ে বেড়ানো ব্লেডের পালক নয়
বরং একটা টেবিল
          বস্তু, প্রতিবস্তু, সার, সারনাথ, স্তূপ
পাথর কেবলমাত্র স্থবিরতা নয়
ভাঁজে সঞ্চিত চকচকে পুরনো সমুদ্র নয়

আহ একঝলক শীতলতা
পুরনো ঔজ্জ্বল্য থেকে টেনে নেওয়া ধ্যান

৭

শুধু সিদ্ধার্থের ছেড়ে যাওয়ার সময়টা নয় বরং জোর দিই অখণ্ড বোধির দিনটায়, তখন কি বিকেল ?

গ্রীস্মের প্রখরতার বুকে পাথুরে আকাশ। এইসব বিকেলগুলো স্পর্শযোগ্য নয়। দরিদ্রতম ব্রাহ্মণের স্নান করে সন্ধ্যারতির সামনে কোথাও কি একটা আম্রপল্লব খসেছিলো তার অনূঢ়া কন্যার নামে ? পৃথিবী তৈরিতে ব্যস্ত লোকের সামনে ক্ষতমুখের আত্মীয়ের মত লুকিয়ে থেকেছে সে, কোথায় আমার দেশ ? আধখোলা চোখের ফাঁক দিয়ে কোনও দ্যুতি বা অশ্রু নয়, ব্রাহ্মণের বেরিয়ে আসার মুহূর্তে, চলমানতার কথাটাই জোর দিয়ে লিখে রাখেন ভিক্ষু !

৮

সবিনয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি।
ছন্দোবদ্ধ কোণ থেকে খানিকটা দূরে
প্রেক্ষিত সমেত কিছু স্মৃতি ঢুকলে
আটকাই। বাতাস বা অন্যান্য কিছু নয়
অনুরোধ বিচার বা বিবেচনাধীন কোনও
শূন্যতা নয়, একমুঠো ধুলো ছড়িয়ে দিই
মানচিত্রে, যেখানে বৃষ্টি,
ভিজে উঠুক আমাদের মত

৯

শ্রুতির বিকল্প ভাবি।
সে তো বদলে যায় শ্রবণের মাত্রা অনুযায়ী।
কাহিনি ও শীতলতা। স্পর্শের খসখস ?
স্তনাগ্রের শিহরন, কিশোরের শূন্যতা মাপা ঠোঁট
কম্পন, অসহজ প্রবাহের ওপারে কোনও
ঔজ্জ্বল্য রয়েছে কিনা জানা নেই
শুধু পাহাড়ি নদীর পাশে জমা পাথরদের
সাধ্যমত ধাক্কা দিই

প্রবাহের শরীরে

১০

উল্লেখযোগ্যতার সমুদ্র থেকে দূরে এসে

প্রতিশ্রুতি

ভেঙে দিই। মুহূর্ত।
সামান্য কম্পন এই টুনটুনির উড়ান
বাতাস নয়, যা কিছু শুধুমাত্র শ্রুতি নয়
উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আপাত কঠিন উপস্থিতি
অক্ষর, পাথর

১১

শুধু ছায়ার কথা
ছায়ায় গিঁথে গিয়ে তার ভিতর থেকে
শাঁস খুবলে শরীরে আটকে নেওয়ার আকুতি
এই শ্রমণতা

কেবলমাত্র শিকড় ছাড়িয়ে যাওয়া
বারবার গতিমাত্রিকতা

১২

জানা ছিলো এই অবশ্যম্ভাবী না-ছায়া,
তীব্র সোনালী একটা পাথরের ওপর নিথর তাপমাত্রা
এই নতুন শহর

অভিধানে ছিলো না বলে
জানলা দিয়ে নেমে আসা বেরং এর নাম জানিনি
শুধু একঝাঁক সাদা কন্ঠস্বর কাচ কাঁপিয়ে দিলো ভোরে
আমাদের তুবড়ে যাওয়া আর কী চাইতে পারে ?

সুযোগ শব্দটাকে ভেঙে বশ করি,
সজোরে উচ্চারণ করি যোগ
যে সব পাখির নাম এড়িয়ে গিয়েছি
ফুল ও বাসস্টপের নাম
জুড়ে দিই,
ছোট লাইনের ফাঁকে রেখে দিই
সম্ভাবনা,
শব্দটির সঙ্গে গতি জুড়ে দিলে

যে মানচিত্র তৈরি হয়

তাকেই ধর্ম বলে মানি

১৩

পুরনো মোড়ে নীলচে কন্ঠস্বরগুলো
আমাদের ডেকে নিত, চকলেট পুষ্পের ভিতরে
সময় কি ভাঁজ হয়ে থাকে ?
আমরা বেরিয়ে পড়ি, স্পর্শ চেয়ে এগিয়ে যাই
সেই বিন্দুটার গায়ে যেখানে তখনও সদ্য মৃত প্রাণীর ত্বক
হয়ত তিরতির করে কাঁপছে ১৫ বছর আগেকার ১টা গান

ভেঙে আসা স্বপ্নটার পাতলা অংশে
জুড়ে থাকা যায় কি না সেটা অস্পষ্ট
কেবল একটা ইচ্ছে

কী হয় এইসব ভাঙা ছায়ার আমাদের
বারবার পিছলে গিয়ে চশমা ভেঙ্গে
একাকার মাংসপিণ্ড কোথায় যায় ?

আবার নতুন করে তৈরি হয় কি ?
জল থেকে জন্ম ?
একটা তীক্ষ্ম ফলার জৌলুস প্রার্থনা করি

১৮

প্রতিবিম্বের ক্ষয়াটে দিকে আয়না মেলেছি
কতবার শুধুমাত্র শরীরের জন্য নীচু হওয়া

মেঘলা সকালে মেয়েদের, বাসস্টপে অফিস যাত্রী
সারিবদ্ধ মধ্যবয়সিনীদের আপেল খাবার দৃশ্য

কোমরের মেদরেখা বরাবর জমা হওয়া
মাঝারি বিত্তের স্বেদবিন্দু, আপেলের মাংস ও দাঁত

জিভ, লালা, মসৃণতা ভায়োলেট পাপড়ি, মৃদু রক্ত

একাকার মিশে থাকা শাঁস, স্বাদ, আস্বাদন

আহ তারপরেই ঠিক পুনরাবৃত্ত
সেলোফেনে মোড়া তালু স্তন জংঘা
ফুলের নক্‌শাকাটা ধর্মগ্রন্থের মলাট
চোখের পাতা কুঁচকে বন্ধ করা

প্রতিবার জঙ্গমতা ঘিরে নেবার পরে
বারবার জটিল ও স্ববিরোধিতায়
অপমানে ত্যালত্যালে হয়ে থাকা স্নায়ুগুচ্ছ
আসলে একটা ধাতব বৃক্ষ
যার ভোঁতা কাণ্ডে ধাক্কা লেগে দৃষ্টি থেঁতলে গেছে

বহুগামিতার

২৩

এভাবে জলের মধ্যে ঘোলা খয়েরি বাতাস ও মেঘের প্রস্তরতা
এককের তাড়না নিয়ে কেন আকস্মিক স্টিলজ বেঁচে থাকা ঘরে
মনে পড়ে গেলো ভঙ্গুর দাঁড়ানো কেন ভেঙে যাওয়া
আকস্মিকতা বন্ধু ও বিষের মাঝে সাদা নরম উথলে
উঠে জানালো শূন্যতা এই ধারালো সন্ধেগুচ্ছ না-উপস্থিতি